

পর্দা গাইডলাইন

পরিবেশ • পরিস্থিতি • পরামর্শ

তানজীল আরেফীন আদনান

শিক্ষক, লেখক, অনুবাদক

সম্পাদনা ও সংযোজন

মাওলানা আহমাদ ইউসুফ শরীফ

নজরে সানী

শায়খ ইউসুফ ওবায়দী

ডেমেদ

প্রকাশ

তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত



লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদের ইসলামের মতো নেয়ামত দান করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা শরীয়তে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, এর মধ্যে পর্দার বিধান অন্যতম। এর কিছু কারণ রয়েছে, যেমন, কিছু কিছু ইবাদতের ফায়দা একান্ত নিজের হলেও পর্দার বিধান মানার ফায়দা শুধু নিজের নয়; বরং এর দ্বারা পুরো সমাজ ঠিক থাকে, পুরো দেশ ঠিক থাকে, পুরো একটি জাতি সঠিক পথে থাকে। পর্দার বিধানের গুরুত্ব জানা থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বাস্তবিক রূপ কেমন হবে, কোন অবস্থায় কীভাবে পর্দা করতে হবে, আধুনিক যুগ অনুযায়ী পর্দার বিধান কেমন হবে, পর্দার পরিবেশ না থাকলে কীভাবে পরিবেশ গড়তে হবে, পর্দাবিমুখ পরিবেশে কীভাবে নিজেকে দ্বীনের পথে রাখতে হবে ইত্যাদি বিষয় অনেকেই না জানার কারণে সমস্যায় ভোগেন। কেউ কেউ খেঁই হারিয়ে ফেলেন বেদ্বীনী পরিবেশে। তাই আমরা এ বইতে পর্দা-কেন্দ্রিক সমসাময়িক সমস্যাগুলোর সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পর্দার খুঁটিনাটি সুরত উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি পর্দার গুরুত্ব ও এর প্রতি উদ্ধৃতিবাক্যের কাজটিও করার আশ্রয় চেষ্টা করেছি।

বইটিকে আমার একার পক্ষে এত সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা সম্ভবপর ছিল না। বরং আরও অনেক তথ্য ও লেখা যুক্ত করে বইটিকে দারুণ করে তুলেছেন শ্রদ্ধেয় মাওলানা আহমাদ ইউসুফ শরীফ ভাই। এরপর

বইটিতে চুলচেরাভাবে সম্পাদনার কলম চালিয়েছেন মাওলানা ইউসুফ ওবাইদী হাফি। ফলে বইটির রঙনক আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের দুজনকে কবুল করুন। পাশাপাশি প্রকাশক, প্রফরিডারসহ বইটিতে যারাই শ্রম দিয়েছেন, আল্লাহ তাদের সবাইকে কবুল করুন। সবাইকে রওয়া যিয়ারতের তাওফীক দান করুন। খাতেমা বিল খায়ের নসীব করুন। আমীন।

তানজীল আরেফীন আদনান

শনির আখড়া, ঢাকা

মঙ্গলবার, ১৮ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরী





সূচিপত্র

পর্দা গাইডলাইন.....	১৩
সুযোগ সন্ধানী কেয়ারটেকার!	১৪
পর্দা করলেই জঙ্গি!	১৫
একজন তামাশা ও বাঙালি মুসলিম পরিবার	১৬
পর্দার শুরু	১৭
ছেলেদের পর্দার বয়স	১৯
মেয়েদের পর্দার বয়স	২১
বাচ্চাকে পর্দার জন্য উৎসাহ দেয়া	২৪
মাহরামের সামনে নারীর সতর	২৫
চেহারার পর্দা ও কিছু কথা	২৬
কুরআনের আলোকে চেহারার পর্দা	২৭
এই আয়াতের ব্যাপারে তাব্বীগণের তাফসীর	৩৪
পরবর্তী মুফাসসিরগণের তাফসীর	৩৫
হাদীসের আলোকে চেহারার পর্দা	৩৫
নিজেদের সরলতা ও বিজাতীয়দের প্রতারণা লক্ষ করুন	৪০
গ্রামগঞ্জে পর্দার বেহাল দশা	৪২
উন্মুক্ত স্থানে গোসল করা	৪২
ঘটনা : ১	৪৩
ঘটনা : ২	৪৩
ঘটনা : ৩	৪৪

দোচালা টিনের ঘরে পর্দা.....	৪৬
গ্রামে কাপড় শুকানোর ঝামেলা	৪৭
গ্রামের বাড়িতে গলার আওয়াজ যেমন থাকবে.....	৪৮
উঠোনজুড়ে ডাকাডাকি	৪৮
গ্রামে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কীভাবে করবে?	৪৮
ছটহাট কারও ঘরে না যাওয়া	৫১
অনুমতি গ্রহণের পদ্ধতি.....	৫৩
কলিংবেল দেয়া ও দরজায় নক করা.....	৫৪
নাম-পরিচয় উল্লেখ.....	৫৪
‘আমি আমি’ বলা অনুচিত.....	৫৫
দরজায় দাঁড়ানোর নিয়ম.....	৫৬
ঘর থেকে কোনো জবাব না এলে.....	৫৭
মাহরামের ঘরে গেলে অনুমতি লাগবে?.....	৫৮
এক মহিলা অপর মহিলার ঘরে গেলে.....	৬০
ডেকে পাঠালে	৬১
উন্মুক্ত স্থানে অনুমতির প্রয়োজনীয়তা	৬১
স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ঘরে গেলে.....	৬২
ধর্মের ভাই, ধর্মের বোন, উকিল বাবা সমাচার	৬২
পুরুষের জন্য মাহরাম :	৬৩
পুরুষের জন্য গায়ের মাহরাম :	৬৪
নারীর জন্য মাহরাম :	৬৫
নারীর জন্য গায়ের মাহরাম :	৬৫
উকিল বাবা আসল বাবা নয়	৬৬
গ্রামের একাম্বতী পরিবারে পর্দার সুরত	৬৭
একাম্বতী পরিবারে পোশাকের পর্দা	৬৯
শহরে পর্দার রকমফের.....	৭০
দরজা-জানালায় আধুনিক পর্দা.....	৭১
রুমের ভেতরের পর্দা	৭৪
বারান্দার পর্দা.....	৭৪
ছাদ যেন পর্দাহীনতার আরেক নাম	৭৫

চিলেকোঠায় বাসা	৭৬
লিফটে পর্দা	৭৬
থাই থ্রাসে দিন-রাতের মারপ্যাঁচ	৭৭
মেহমান এলে করণীয়	৭৮
কোথাও বেড়াতে গেলে	৮০
বিয়ে-বাড়ির পর্দা	৮১
পাত্রী দেখার হালচাল	৮২
ঘটকের কাছে ছবি দেয়া	৮৩
পাত্রীর ছবি তুলে নিয়ে যাওয়া	৮৪
পরিচয় হওয়ার নামে বিয়ের আগে ঘুরতে যাওয়া	৮৪
বিয়ের আগে কথোপকথন	৮৫
বিয়ের দিনের কার্যকলাপ	৮৫
বিয়ের পর দেখতে আসার হিড়িক	৮৬
বিয়ের অনুষ্ঠান	৮৭
বিয়ের আগে-পরে মেহমানের আনাগোনা	৮৭
বিয়ের খাওয়ার অনুষ্ঠান	৮৮
দীনহীন বিয়ের অনুষ্ঠানে দীনদারের উপস্থিতি!	৮৯
গ্রুপ ফটোসেশন	৯০
হানিমুন, নাকি বেপর্দা হওয়ার মহড়া?	৯১
অনলাইনে স্ত্রীর ছবি আপলোড করা	৯২
মহিলাদের বাইরে যাওয়ার বিধান	৯২
স্ত্রীকে নিয়ে রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়া	৯৪
পথে-ঘাটে, গাড়িতে-ট্রেনে পর্দা	৯৫
বাজার বা মার্কেটে পর্দার রফাদফা	৯৬
নারী সেলসম্যান	৯৯
ভাড়ায় চালিত গাড়িতে গাইরে মাহরামের সাথে বসা	১০২
পালক সন্তানের সাথে পর্দা	১০২
হাফপ্যান্ট পরে বাইরে যাওয়া	১০৪
পাতলা লুঙ্গি পরিধান করা	১০৫
সাবলেট বাসায় পর্দা	১০৫

অনলাইন বিজনেস.....	১০৬
ভ্লগিং : একটি নব্য ফিতনা.....	১০৯
বাইক ভ্লগ.....	১১০
কাপল ভ্লগ.....	১১১
নারীদের বিদেশ গমন.....	১১২
উপার্জনের দায়িত্ব কার কাঁধে এবং ঘর সামলাবে কে?.....	১১৮
গৃহবিমুখ নারী, ফলাফল : সামাজিক অবক্ষয়.....	১২৬
নারীরা উপার্জন করবে কীভাবে?.....	১৩১
বোরকা নয়, যেন ফ্যাশনের আরেক রূপ.....	১৩৩
টেইলার্সে কাপড় বানানো.....	১৩৪
পুরোনো জিনিসপত্র কাপড়চোপড় বেচাকেনা.....	১৩৫
তরকারিওয়ালা ও মাছওয়ালার সাথে পর্দা.....	১৩৬
বারান্দায় কাপড় শুকোতে দেয়া.....	১৩৭
ভিডিও নাশীদ বা বয়ান শোনা.....	১৩৭
দেবর ও ভাণ্ডারের সাথে পর্দা.....	১৩৮
ট্রান্সজেন্ডার ও হিজড়াদের সাথে পর্দা.....	১৪১
চিকিৎসকের সাথে পর্দা.....	১৪৩
ইহরাম অবস্থায় হিজাব.....	১৪৪
ভিক্ষুর সাথে পর্দা.....	১৪৫
গৃহশিক্ষকের সাথে পর্দা.....	১৪৬
নূপুর পরিধানের শরয়ী বিধান.....	১৪৭
পোশাক-পরিচ্ছদের কিছু মৌলিক নীতিমালা.....	১৪৮
মাহরাম ছাড়া নারীদের সফর : শরয়ী দৃষ্টিকোণ.....	১৫৫
গভীর রাতের মাহফিল সমাচার.....	১৫৭
ঈদের জামাতে মহিলাদের উপস্থিতি.....	১৬২
নারীদের তারাবীর জামাত.....	১৬৩
কাজের লোকের সাথে পর্দা.....	১৬৪
ড্রাইভারের সাথে পর্দা.....	১৬৫
র্যাগ-ডে, নবীনবরণ অনুষ্ঠান : অশ্লীলতার অপর নাম.....	১৬৬
র্যাগ-ডে শুধু শরীয়তের দৃষ্টিতেই নয়, সামাজিকভাবেও ঘৃণিত.....	১৬৯

র্যাগিং : কলেজ-ভার্সিটির নবাগতদের সাথে এক অমার্জনীয় অন্যায়	১৭০
বিধর্মীদের উৎসবে গমন : শুধু পর্দা নয়, ঈমানেরও ক্ষতি	১৭৩
মোবাইলে ছবি তোলা নষ্ট করে পর্দানশীনের পর্দা	১৭৬
১. স্বামীর মোবাইলে স্ত্রীর ছবি	১৭৭
২. বিবাহের সময় ছবি তোলা	১৭৭
৩. নতুন পোশাক পরে ছবি তোলা	১৭৮
বৃদ্ধ বয়সে পর্দা	১৮০
প্রবাসীর স্ত্রী, পরকীয়া, বিচ্ছেদ : কিছু কথা, আফসোস	১৮১
এর থেকে উত্তরণের উপায় :	১৮৩
দ্বীনহীন পরিবেশে কীভাবে পর্দা করতে হবে	১৮৪
পর্দার বিধান মানার মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত সফলতা	১৯১
প্রাসঙ্গিক আলোচনা : অভিভাবকরা কি	
আসলেই সন্তানের কল্যাণ চান?	২০১
নারীর পর্দা রক্ষায় পুরুষের দায়িত্ব	২০৪
ইসলামের পর্দা বিধান : মুমিন-মুনাফিকের	
পরিচয় নিরূপণের ঐশী মানদণ্ড	২০৭
মুসলিম বোনদের প্রতি খোলা চিঠি	২১১





পর্দা গাইডলাইন

পর্দা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ বিধান। ইসলামী শরীয়তে সাধারণ সমাজব্যবস্থার জন্য এবং বিশেষভাবে উম্মতের মায়েদের জন্য পর্দার বিধান অনেক বড় এক অনুগ্রহ। এই বিধানটি মূলত ইসলামী শরীয়তের যথার্থতা, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বকালের জন্য অমোঘ বিধান হওয়ার এক দলীল। পর্দা নারীর মর্যাদার প্রতীক এবং পূত-পবিত্রতা ও নিষ্কলুষ সতীত্ব রক্ষার অন্যতম উপায়।

যেকোনো ন্যায্যনিষ্ঠ ব্যক্তিই কুরআন-সুন্নাহয় উল্লেখিত পর্দা সম্পর্কিত আয়াত, হাদীস ও অন্যান্য বর্ণনা গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে এই বাস্তবতা স্বীকার করবেন যে, ইসলামে পর্দার বিধানটি অন্যান্য হিকমতের পাশাপাশি নারীর সম্মান ও সমাজের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই দেয়া হয়েছে।

নারী-পুরুষ উভয়ের পবিত্রতা রক্ষার অতি সহজ ও কার্যকর উপায় হলো ইসলামের পর্দা বা হিজাবের বিধান। এই বিধান অনুসরণের মাধ্যমেই হৃদয়-মনের পবিত্রতা অর্জন করা সম্ভব। পর্দার এই সুফল স্বয়ং আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

ذِكْرُكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ.

‘এই বিধান তোমাদের (পুরুষদের) ও তাদের (নারীদের) অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।’

সুতরাং সমাজব্যবস্থাকে পবিত্র ও পঙ্কিলতামুক্ত রাখতে পর্দার বিধানের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষ করে প্রতিটি সমাজের যুবক ও তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা ও নারীজাতির নিরাপত্তার জন্য পর্দার বিধানের পূর্ণ অনুসরণ সময়ের

সবচেয়ে বড় দাবি।

আমরা এই বইতে পর্দা কবে কখন কেন ফরজ হলো তা নিয়ে আলোচনা করব না। কারণ, পর্দা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সর্বকালীন ঐকমত্য সুস্পষ্ট। এখানে আমরা পর্দার রূপরেখা, এর শরয়ী সীমা, প্রতিকূল পরিবেশে পর্দার পদ্ধতিসহ সংশ্লিষ্ট কিছু বাস্তব ঘটনা ইত্যাদি সবিস্তারে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

শুরুতেই আমরা কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে বোঝানোর চেষ্টা করব, আমাদের সমাজে পর্দার বিধান অমান্য করার পরিণতি কী হয়! এবং যারা পর্দা করতে চায়, তাদের সাথেও কতটা রুঢ় আচরণ করা হয়ে থাকে। ঘটনা অল্প হলেও এগুলো আমাদের অসুস্থ সমাজের বাস্তব চিত্র বহন করে। দিন দিন আমরা ইসলাম থেকে কতটা দূরে সরে যাচ্ছি এটা বোঝা সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

সুযোগ সন্ধানী কেয়ারটেকার!

ঢাকাস্থ দ্বীনদার পরিবারের স্ত্রী তিনি। স্বামীও দ্বীনদার মানুষ। দিনভর চাকরি করে রাত করে বাসায় ফেরেন। সারাদিন বাসায় স্ত্রী আর ছোট দুই সন্তান থাকে। তাই দিনে বাসার বেশির ভাগ কাজ স্ত্রীকেই সারতে হয়। এই সুযোগে বাড়ির কেয়ারটেকার দিনের বেলা কারণে-অকারণে বিভিন্ন অজুহাতে ঘনঘন তাদের বাসায় আসতে থাকেন। কখনো পানির কল চেক করতে, কখনো-বা পেপারের বিল নিতে। এভাবে বিভিন্ন ছুতায় বারবার বাসায় আসতে থাকেন। প্রথম দিকে সেই নারী পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতেন। এরপর ধীরে ধীরে পরিচয় গাঢ় হয়ে গেলে তিনি ভাবতে লাগলেন, কেয়ারটেকার সাহেব তো এখন আমাদের অনেক পরিচিতই হয়ে গিয়েছেন, এত বছর ধরে যাওয়া-আসা করছেন, তার মনের মধ্যে কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। থাকলে এতদিনে তা প্রকাশ পেয়ে যেত। এই ভেবে ধীরে ধীরে তার সাথে পর্দার ব্যাপারে শিথিলতা করতে লাগলেন। প্রথম দিকে পর্দার আড়াল থেকে কথা বললেও এরপর পর্দার বাইরে শুধু মুখ বের করে কথা বলতে লাগলেন। এরপর পর্দার বাইরে বেশ খানিকটা বের হয়েই কথা বলতে লাগলেন। একপর্যায়ে পর্দাহীন হয়েই তার সামনে আসা শুরু করে দিলেন!

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। এরপর সেই কেয়ারটেকার বাসায় এসে প্রায়ই তার

পরিবারকে ব্যাপারটা মানাতে পারছে না। পরিবার ও দ্বীনের এহেন মুখোমুখি অবস্থানে সে একা কী করবে তা ভেবেই দিশেহারা তামান্না! একা একাও যে কিছু করবে, তাও সম্ভব না।

এখানে মাত্র তিনটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। কিন্তু আমাদের চারপাশে এমন সিনথিয়া বা তামান্নাদের সংখ্যা অনেক। যারা প্রতিনিয়তই নিজের পরিবার, পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে দ্বীন মেনে চলছে। যাদের প্রতিটা রাত কাটে বালিশে মুখ চেপে কেঁদে কেঁদে কারণ, ভোর হলেই আবার শুরু হবে নিত্যদিনের জুলুম-নির্যাতন। যারা দ্বীনকে মানতে চায় পরিপূর্ণভাবে, কিন্তু বাধ্য হয়ে যখন গাইরে মাহরামের সামনে আসতে হয়, কাজিনদের সামনে আসতে হয়, তখন যেন এসব অবস্থা তাদের অন্তরে শূল হয়ে বিঁধে থাকে।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় এখন পর্দার খুব একটা গুরুত্ব নেই। বনেদি মুসলিম পরিবারগুলোতেও পর্দাকে এখন আর ফরজ বিধান বলে ধরা হয় না; বরং ক্ষেত্রবিশেষ এটা অনেকটা ফ্যাশন হিসেবেই পালন করা হয়। আবার অনেকেই মনে করেন, পর্দা শুধু ছজুরদের সাথেই করতে হয়, তাই পথেঘাটে ছজুর দেখলেই মাথায় ওড়না-আঁচল উঠে তাদের; কিন্তু অন্যদের বেলায় পর্দার কোনো বালাই থাকে না। বাইরের কেউ এলে পর্দার আড়ালে চলে যায় অনেকেই, কিন্তু নিজ ঘরের ভাসুর, দেবর, চাচাতো, ফুপাতো, মামাতো, খালাতো ভাই বা বেয়াইয়ের সামনে ঠিকই বেপর্দা হয়ে চলাফেরা করে।

পর্দার এমন ভিন্নতা আমরা সমাজে অহরহ দেখতে পাই। আবার অনেকের ক্ষেত্রে শহরে একধরনের পর্দা হলেও গ্রামে গেলে পর্দার ধরন পাল্টে যায়। ঘরে পর্দা থাকলেও বাইরে গেলে পর্দার সুরত পরিবর্তন হয়ে যায়। পর্দার এই নানান ভিন্নতার কারণ কারও অজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে, আবার কেউ জানা সত্ত্বেও অবহেলার কারণে করে থাকে। এই বইতে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শরয়ী পর্দার সুরত কী হতে পারে তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পর্দার শুরু

একজন ছেলে বা মেয়ের পর্দার শুরু কখন থেকে হয়? এই প্রশ্নের জবাবে অনেকেই হয়তো বলবে ১৪-১৫ বছর থেকে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ২০ বছরেও একজন ছেলে বা মেয়ের পর্দার বয়স শুরু হয়নি; কারণ তখনো

সে অভিভাবকের চোখে ছোট্ট শিশু। মোটকথা নিজেদের চোখে যখন বড় মনে হবে তখনই পর্দার বয়স শুরু হবে, এর আগে পর্দার প্রয়োজন নেই, এমনটা ভাবা সম্পূর্ণ ভুল।

পর্দার শুরু হবে থেকে হবে এটা বোঝার আগে আমাদের পর্দার প্রয়োজনীয়তা জানা দরকার। পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে নিজের সম্ভ্রম-সতীত্বকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের মধ্যে একধরনের আকর্ষণ দিয়েছেন, যার দ্বারা সে তার বিপরীত বস্তুর দিকে আকর্ষিত হয়। একটা বয়সে এসে একজন ছেলে যেমন নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, নারীর কোমল ছোঁয়া পেতে মুখিয়ে থাকে, ঠিক তেমনইভাবে একজন নারীও একটা বয়সে এসে পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে থাকে। আর এই আকর্ষণের শুরুটা হয় একে অপরকে দেখার মাধ্যমে। নারী-পুরুষ একে অপরের অঙ্গ-সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টিপাত ও এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা এই আকর্ষণকে দিন দিন তীব্র করে তোলে। তাই আল্লাহ তাআলা মানুষের ওপর পর্দা ফরজ করেছেন, যাতে অবৈধভাবে কেউ তার সেই আকর্ষণের অপব্যবহার করতে না পারে। এই চাহিদা ও আকর্ষণের সীমা পেরোতে না পারে।

পর্দার এই বিধান শুধু নারীর জন্যই নয়, বরং পুরুষের জন্যও পর্দার বিধি-বিধান রয়েছে। রয়েছে নির্দিষ্ট সতরের পরিসীমা^২ প্রকাশ্যে একজন পুরুষ যে বস্ত্রহীন হয়ে, শরীর উদোম রেখে ঘোরাফেরা করবে, এই সুযোগ শরীয়ত দেয়নি। কারণ তার দেহের বিশেষ বিশেষ জায়গার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। একজন পুরুষকে এই অনুমতিও দেয়া হয়নি যে, সে গাইরে মাহরাম নারীর সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলবে; কারণ তার কণ্ঠের মধ্যেও একধরনের আকর্ষণ রয়েছে।

বর্তমানে যারা নারীবাদী বলে পরিচিত, যারা নিজেদের নারী অধিকার বাস্তবায়নে সোচ্চার বলে দাবি করে, ইসলামের ব্যাপারে তাদের বড় একটি অভিযোগ হলো, ইসলাম শুধু নারীর দেহকেই ঢেকে রাখতে বলে। কেন? নারী যেমন খুশি তেমন পোশাক পরিধান করবে, পুরুষ চোখ বন্ধ রাখলেই তো হয়। অথচ তারা যদি পর্দার বিধান সম্পর্কে পরিপূর্ণ জানত, তাহলে এই অবাস্তব কথা তাদের

২. সুনানে কুবরা, বাইহাকী, হাদীস : ৩২৩৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯৭; সুনানে দারা কুতনী, ১/৩২০; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ২৫৩৪৯; হিদায়া : ১/৯২

এর কারণ দুটি :

প্রথমত, এখন থেকে অভ্যাস না করলে পরবর্তী সময়ে এটা অভ্যাস করাতে কষ্ট হবে। ছোটবেলায় শিশুদের যা শেখানো হয়, বড় হলে সেটা সে এমনিতেই করে ফেলে।

দ্বিতীয়ত, আর এটাই অন্যতম কারণ, ছোট অবুঝ মেয়েদের সাথে কোনো দুশ্চরিত্র ব্যক্তি অযাচিত কোনো কিছু করতে চাইলে সহজেই করতে পারে। কারণ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের সাথে অযাচিত কিছু সহজেই করা যায় না, তারা বাধা দিতে পারে। কিন্তু ছোট অবুঝ শিশু তো কিছুই বুঝতে পারবে না। তাই শিশুদের ভুলিয়ে ভালিয়ে অযাচিত কিছু করার ঘটনা আমাদের সমাজে অসংখ্য দেখা যায়।

এ জন্য আবশ্যিক হলো, একেবারে ছোট থেকেই সন্তানকে সুম্মাহ মোতাবেক এমন পোশাক পরিধান করানো, যাতে শৈশব থেকেই সতর ও পর্দার ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের মাঝে একটা নৈতিক অভ্যাস গড়ে ওঠে। অন্য কারও সামনে তাকে একেবারে বস্ত্রহীন না রাখা। বিশেষ করে মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে এটা খেয়াল রাখা জরুরি।

সন্তানকে পর্দার বিধানে অভ্যস্ত করার ক্ষেত্রে ঘরের মা-বোনদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ঘরের মহিলাগণ যদি পরিপূর্ণ পর্দা করেন, তাহলে তাদের দেখাদেখি সন্তানও পর্দায় অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ঘরের মহিলারা যদি গাইরে মাহরামদের সাথে পর্দা রক্ষা না করেন, তাহলে শৈশব থেকেই সন্তানের মনে এটা বসে যাবে। সন্তান বুঝবে, পরপুরুষের সাথে পর্দা বলতে কিছুই নেই। এ থেকে একটা কথা বলতেই হয়, আদর্শ জাতি গড়ে তুলবার জন্য একজন আদর্শ দ্বীনদার মায়ের প্রয়োজন। যদিও আমরা এটাকে এভাবে বলে থাকি, তুমি আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেব। কিন্তু দ্বীনহীন শিক্ষিত মা কখনোই আদর্শ জাতি তৈরি করতে পারবে না। যে শিক্ষায় দ্বীন নেই, সে শিক্ষা নিজেও আদর্শবান নয়, অন্য কাউকেও আদর্শবান বানাতে পারে না। তাই কথাটির সঠিক রূপ হলো, তুমি আমাকে একজন দ্বীনদার শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি আদর্শ জাতি উপহার দেব।

মেয়েশিশুর ক্ষেত্রে আবশ্যিকীয় একটি বিষয় হলো, নিজের পরিবারের লোক

হওয়ার পরও সে তার ভাবির সাথে, মামির সাথে, কাজিনদের সাথে, পাশের বাড়ির আন্টির সাথে দেখা করছে। তাদের সাথে হাসিঠাট্টা করছে।

অনেক অভিভাবক মনে করেন, সন্তান যাদের সামনে ছোট থেকেই লালিতপালিত হলো, যাদের কোলে কোলে বড় হলো, তাদের সাথে পর্দার করার কী দরকার! এর কারণ হিসেবে ভাবা হয়, তাদের সাথে তো কোনো সমস্যা হবে না। কারণ তারা তো ছোট থেকেই ওকে নিজের সন্তানের মতো দেখে এসেছে। কিন্তু এর কারণে সন্তান পর্দার বিধানের ব্যাপারে ছাড় পেয়ে গেল; ফলে পরবর্তী সময়ে এ-সংক্রান্ত যাবতীয় গুনাহের দায়ভার অভিভাবকের ওপরও বর্তাবে। কারণ অভিভাবক হিসেবে তারা ছোট থেকেই সন্তানকে দ্বীনের অন্যতম ফরজ বিধান পর্দার ব্যাপারে গাফলতিতে রেখেছেন।

বাচ্চাকে পর্দার জন্য উৎসাহ দেয়া

অনেক দ্বীনদার বা সদ্য দ্বীনে ফেরা পরিবারে দেখা যায়, বাচ্চাদের পর্দার ব্যাপারে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিলেও পারিপার্শ্বিক নানা কারণে তারা এ ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এসব ক্ষেত্রে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে। যেমন :

১. বাচ্চাকে এ কথা বোঝানো যে, এখন থেকে পর্দা শুরু করলে তুমি আল্লাহ তাআলা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়জনে পরিণত হতে পারবে।
২. তুমি তো মাশাআল্লাহ এখন বড় হয়ে গিয়েছ। তুমি এখন থেকে দ্বীনের ফরজ বিধানগুলো পালন করবে। নামাজ পড়বে, রোজা রাখবে, পর্দা করবে।
৩. তোমার জন্য লিখে রাখা জম্মাতের খালি জমিন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। তুমি একেকটা আমল করবে আর জম্মাতে তোমার জন্য একেকটা নিয়ামতের ব্যবস্থা হবে।
৪. ঘরে নিয়মিত তালিমের মাধ্যমে বাচ্চার সামনে দ্বীন মানার গুরুত্ব ও ফযীলত তুলে ধরা।
৫. নিজে নামাজ, সদকা ও দুআর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার দরবারে বাচ্চার জন্য দুআ করা।

যাবো।^{১৫} কিন্তু এসব অঙ্গ পর্দার ছকুমের অন্তর্ভুক্ত। ফলে গায়রে মাহরাম ও পরপুরুষের সামনে তা খোলা রাখা যাবে না।

চেহারার পর্দা ও কিছু কথা

পর্দা ইসলামের একটি অপরিহার্য বিধান। পর্দা নারীর সতীত্ব, চরিত্র ও মর্যাদা রক্ষার পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলা ও ইসলামের সুমহান আদর্শ সমুন্নত রাখার এক অনন্য অনুশাসন। বর্তমান আধুনিকতার গড্ডালিকা প্রবাহে পড়ে আমাদের মুসলিম সমাজব্যবস্থায় পর্দার প্রতি উদাসীনতা উদ্বেগজনকহারে বেড়ে চলেছে। যে সকল মা-বোনেরা পর্দা করাকে জরুরি মনে করেন, তাদের অধিকাংশই আবার চেহারার পর্দার প্রতি চরম উদাসীন।

বেশ কয়েক বছর আগে বিশ্বের অন্যতম ইলমি মারকাজ, ইসলাম ও মুসলমানদের ঈমান, আমল, তরবিয়ত ও আখলাকের অতন্ত্র প্রহরী ‘ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দ’ হতে প্রকাশিত ‘মাসিক দারুল উলুম’ এর জুলাই-আগস্ট ২০১৩ সংখ্যায় ‘بے پردگی کے نقصانات’ ‘বেপর্দার ক্ষতিসমূহ’ শিরোনামে একটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধকার হযরত মাওলানা শফিক আহমদ কাসেমী হাফিজাহুল্লাহ।

নিম্নে বাংলা ভাষার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য প্রবন্ধটির পরিশীলিত অনুবাদ তুলে ধরা হলো। পাশাপাশি মাসিক আলকাউসার পত্রিকায় প্রকাশিত নারীদের পর্দা বিষয়ক একটি প্রবন্ধের সারনির্যাসও তুলে ধরা হলো।

আল্লাহ পাকের শুকরিয়া যিনি আমাদের ইসলামের মতো নিয়ামত দ্বারা সম্মানিত করেছেন এবং এমন এক শরীয়ত দান করেছেন, যাতে সঠিক ধর্ম-বিশ্বাস, উত্তম চরিত্র এবং পুত-পবিত্র কর্ম-নৈপুণ্যের সুমহান শিক্ষার সন্নিবেশ রয়েছে। সেই সাথে এতে শিরক, বিদআত, দুশ্চরিত্র এবং নির্লজ্জতার প্রতি অতীব গুরুত্ব সহকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতি পদে পদে ইলম, আমল ও রীতিনীতির অনুশাসনের সৎ ও পবিত্র জীবনযাপনের বিন্যাস দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি নির্লজ্জতা ও ব্যভিচার প্রভৃতির প্রতি কঠোর শৃঙ্খল আরোপ করা হয়েছে।

১৫. রদুদুল মুহতার, ১/৪০৪

(ভাবানুবাদ)

গ্রামগঞ্জে পর্দার বেহাল দশা

শহরের তুলনায় গ্রামে অশ্লীলতার পরিমাণ অনেকটাই কম। সেখানে এখনো এতটা আধুনিকতার ছোঁয়া লাগেনি। তাই এখনো গ্রামে ভোরের মৃদুমন্দ হাওয়ায় ভেসে আসে কুরআনের সুমধুর ধ্বনি, যখন শহরের অধিকাংশ বাসিন্দাই ঘুমে বিভোর থাকে। শহরে যেমন আধুনিকতার ছোঁবেলে পরনের কাপড় ছোট হয়ে গিয়েছে, খুলে গিয়েছে দেহের অধিকাংশ, সেখানে এখনো গ্রামের লোকেরা এসব পোশাক দেখলেই নাক সিঁটকান। অশ্লীলতাকে তারা এখনো জায়গা দেননি তাদের মনের ভেতর। তবে এরপরও গ্রামে বেপর্দা সয়লাব হয়ে আছে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা পর্দার বিধানকে মানছেন না।

উন্মুক্ত স্থানে গোসল করা

এই সমস্যাটা যেন গ্রামে মহামারিতে রূপ নিয়েছে। পুকুর বা নদীতে মহিলারা প্রকাশ্যেই গোসল করেন। পাশ দিয়ে পরপুরুষ যাতায়াত করে, সামনে দিয়ে নৌকাভর্তি যাত্রীদের আসা-যাওয়া হয়, একসাথেই পরপুরুষরা গোসল করে—এসব যেন সেখানকার নিত্যদিনের দৃশ্য। অথচ এটা যেমন পর্দার বিধানের মারাত্মক লঙ্ঘন, তেমনিভাবে চরম মাত্রার দৃষ্টিকট কাজ।

এখানে এসে আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনটি ঘটনা তুলে ধরছি, যা

গ্রামীণ পুকুর, খাল, নদী বা উন্মুক্ত স্থানে গোসলের খারাপ দিকটা বুঝতে সাহায্য করবে।

ঘটনা : ১

২০০০ সাল। দাওয়াত ও তাবলীগের জামাতের সাথে আমরা গেলাম উত্তরবঙ্গের নীলফামারি জেলায়। তাবলীগের মেহনতের জন্য দেয়া রোখ তথা নির্ধারিত এলাকায় পৌঁছার পর স্থানীয় একজন প্রবীণ মুবাচ্চিগ আসলেন আমাদের সাথে দেখা করতে। এলাকায় কীভাবে দাওয়াতের মেহনত করা যায় সে সম্পর্কে নানা পরামর্শ দিতে গিয়ে একসময় তিনি এলাকার পুকুর-জলাশয় ব্যবহারের আলোচনায় গোসল প্রসঙ্গে আসলেন। এ ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে একপর্যায়ে তিনি কান্নামাখা কণ্ঠে বললেন, ভাইয়েরা, আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা মসজিদের টিউবওয়েলে গোসল করবেন। যেসব মসজিদের নিজস্ব পুকুর আছে সেসব মসজিদে পুকুরে গোসল করবেন। আমাদের দ্বীনের মেহনত এতটাই দুর্বল যে, আমরা আমাদের অঞ্চলের মা-বোনদের পর্দা, সতর এমনকি পরপুরুষের সামনে যাচ্ছেতাই ভাবে চলাফেরা করে গোসলের খারাপ দিকটা বোঝাতে পারিনি। তাই আমি চাই না, আপনারা আমাদের মা-বোনদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরে যান। অন্তত আপনাদের পরহেজগারী ও সতর্কতা যেন সমাজে এই বার্তা দেয় যে, মা-বোনদের খোলা জায়গায় গোসল ও যত্রতত্র পোশাক পরিবর্তনের বিজাতীয় রীতি ত্যাগ করা উচিত।

ঘটনা : ২

২০০২ সাল। আমরা গেলাম লক্ষ্মীপুর। লক্ষ্মীপুর সদরের এক ঐতিহাসিক মসজিদে জামাত উঠল। তালিমের সময় কয়েকজন গাশতে বের হলাম। মসজিদের পশ্চিম পাশেই বিশাল পুকুর। মসজিদের পশ্চিম-উত্তর কোণে মসজিদের ঘাট। ঘাট ঘেঁষে মসজিদের দোতলার দিকে একটা সরু সিঁড়ি উঠে গেছে। সম্ভবত ইমাম সাহেবের বাসস্থান। সেই সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে উঠে কয়েকজন কিশোর বসে আছে। সবার দৃষ্টি পুকুরের অপর পাড়ে। সেদিকেও অবশ্য একটি ঘাট আছে। তবে সেই ঘাটে মা-বোনদের গোসলের জন্য দেয়াল তুলে আড়াল তোলা হয়েছে। সময়টা ছিল শীতকাল। পুকুরের পানির স্তর নেমে যাওয়ায় পানি দেয়ালের নিচের অংশ থেকেও কিছুটা নিচে নেমে এসেছে।

এই ফাঁকা জায়গা দিয়ে উঠতি কিশোরের ছোট দলটি ওপারের মা-বোনদের গোসলের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করছে। আমরা তাদের কাছে গিয়ে সেদিকে চোখ পড়তেই দৃশ্য দেখে চমকে গেলাম! আসতাগফিরুল্লাহ! লা-হাওলা পড়ে তাদের দাওয়াত দিয়ে মসজিদে নিয়ে আসলাম। স্থানীয় কয়েকজন সাথিকেও বিষয়টা জানিয়ে আসলাম।

ঘটনা : ৩

২০০৫ সাল। এবারের সফর ফরিদপুর ভান্ডা থানায়। এক মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করতে বের হলাম। মসজিদের পাশ ঘেঁষেই পাটখড়ি আর টিন দিয়ে তোলা ইমাম সাহেবের রুম। রুমের দরজা খোলা। কয়েকবার সালাম দিয়ে সাড়া না পেয়ে স্থানীয় রাহবারকে নিয়ে রুমে ঢুকে গেলাম। ঢুকে দেখি ইমাম সাহেব নেই। বের হয়ে আসার সময় একটা জিনিস লক্ষ করলাম। রুমের এক কোনায় এক মানুষ উচ্চতায় দুই পাটখড়ির মাঝে মাটির টুকরো গুঁজে দিয়ে হালকা ফাঁকা করা হয়েছে। বিষয়টা তখন বুঝে আসেনি। জোহরের সময় ইমাম সাহেব আসলেন। নামাজ পড়িয়ে রুমে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেবকে খানায় শরিক হওয়ার জন্য দাওয়াত দিতে গেলাম। রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি ইমাম সাহেব পাটখড়ির ফাঁকা দিয়ে কিছু একটা দেখছেন! আমাদের সালাম শুনে চমকে সরে আসলেন। তখন ওপাশের পুকুর থেকে মা-বোনদের আওয়াজ ভেসে আসছে। বোঝাই যাচ্ছে ওনারা গোসল করছিলেন। পরে জানলাম, ইমাম সাহেব হাফেজ বা আলেম কিছুই না। কিছুদূর পড়েছেন।

ঘটনা তিনটি এখানেই শেষ। এবার আলোচনায় ফেরা যাক।

এখন যদিও বেশির ভাগ বাড়িতে টিউবওয়েলসহ নানা ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু সেখানেও পর্দার কোনো বালাই থাকে না। একই কল থেকে মহিলারাও গোসল করছে, আবার সেখান থেকে পুরুষরাও নিজেদের কাজকর্ম সারছে। বা শুধু মহিলারা গোসল করলেও গোসলের স্থানে পর্যাপ্ত পর্দার ব্যবস্থা না থাকায় পাশের পথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া পুরুষদের চোখে পড়ছে।

এই সমস্যা দূরীকরণে কিছু কাজ করা যেতে পারে :

প্রথমত, সম্ভব হলে ঘরের ভেতরে বা বাইরে আলাদা গোসলখানার ব্যবস্থা করা। যেখানে ঘরের মহিলারা পর্দার সাথে ওয়ু-গোসল করতে পারবেন। এতে

খুব বেশি খরচ হওয়ার কথা না। শুধু টিন বা মোটা কাপড় দিয়ে নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারবে এমন সুন্দর গোসলখানা। নিজের মা-বোন, স্ত্রীকে পর্দায় রাখা তো পুরুষদের জন্য ফরজ, তাই এ কাজটুকু হিন্মত করে করলেই হয়ে যাবে। পাশাপাশি এটাও লক্ষ রাখতে হবে যে, গ্রামের বা শহরতলির কলপাড়ে বানানো গোসলখানায় যেন ছাদ থাকে। অর্থাৎ ওপরেও ঢাকা থাকে। তা না হলে আশপাশের কিছু উঁচু ভবন থেকে কিংবা আজকালকার ড্রোন ব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রেও পর্দা নষ্টের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

হ্যাঁ, এখানে একটু কথা থাকতে পারে যে, সব গ্রামে তো এমন পানির লাইন নিয়ে আলাদা গোসলখানা বানানো সম্ভব না। অনেক গ্রামেই পুকুরে বা নদীতে গিয়েই গোসল করতে হয়। এরও সমাধান রয়েছে। ঘরের পুরুষরা বা মহিলারা ওয়ু-গোসলের জন্য এই নির্দিষ্ট গোসলখানায় বড় একটি ড্রাম রাখতে পারেন, সেটি ভরে রাখলেই ঘরের মহিলারা দুই-তিন দিন ওয়ু-গোসল সব সারতে পারবেন অনায়াসেই। পানি টেনে আনা একটু কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তবে বুদ্ধি খাটালে এটাও তেমন কিছু নয়। ঘরের লোকেরা পুকুরে বা নদীতে দিনে কয়েকবারই যাতায়াত করেন। কখনো হাত-পা ধুতে, কখনো বাসন পরিষ্কার করতে, কখনো অন্য কোনো কাজে। প্রত্যেকবার আসার সময় যদি ছোট্ট একটা বালতি দিয়ে পানি এনে সেই ড্রামে রাখার অভ্যাস করা হয়, তাহলে এটা গায়েই লাগবে না। একটি ফরজ বিধান পালনের জন্য, নিজের মা-বোন-স্ত্রীকে পর্দায় রাখার জন্য এটুকু কষ্ট তো মেনে নেয়াই যায়।

দ্বিতীয়ত, যদি ঘরের পাশে ভিন্ন গোসলখানা তৈরির করা সম্ভব না হয়, তাহলে পুকুর বা ডিপকলেই এর ব্যবস্থা করা যায়। পুকুরে সাধারণত একটি ঘাট থাকে, যেখান নারী-পুরুষ সবাই যার যার কাজ সারে। কিন্তু মহিলাদের জন্য আলাদা ঘাট তৈরি করা জরুরি। যেখানে চতুর্দিক দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা থাকবে। এমন ঘাটও অনেক পুকুরে দেখা যায়। এবং মহিলাদের গোসলের সময়ও নির্দিষ্ট থাকা চাই। দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় বাড়ির মহিলারা সেখানে পর্দার সাথে গোসল করবেন। এরপর সেখানেই কাপড় পরিবর্তন করে পর্দার সাথে ঘরে ফিরবেন। এ ক্ষেত্রে অনেকেই গাফলতি করেন। পর্দার সাথে গোসল করে ভেজা কাপড়-সহই বাড়ির ওপর দিয়ে হেঁটে ঘরে ফেরেন। এতে কী লাভ হলো, পর্দার সাথে গোসল করে আরও বেপর্দার সাথেই তো ঘরে ফেরা হলো! তাই গোসলের স্থানের সাথেই

আরেকটি পর্দাঘেরা জায়গা থাকা উচিত, যেখানে মা-বোনেরা কাপড় পরিবর্তন করে পর্দার সাথে ঘরে ফিরতে পারবেন।

পুকুরে বা খাল-বিলে মা-বোনদের জন্য পর্দাঘেরা গোসলের ব্যবস্থা করার সময় দুই নং ঘটনাটি মাথায় রাখা চাই। সে ক্ষেত্রে পানির স্তর দেয়াল, টিন বা কাপড় থেকে নেমে গেলে সেখানে অস্থায়ীভাবে চট বা ত্রিপল দিয়ে সতর্কতা বজায় রাখা চাই।

ডিপকলে বা পুকুরে পানি আনতে গিয়েও অনেক সময় পর্দার খেলাফ হয়ে যায়। এ সময় মা-বোনেরা একটু অপেক্ষা করতে পারেন। সেখান থেকে পুরুষেরা চলে গেলে এরপর পানি আনতে পারেন, বেশি জরুরি হলে দূর থেকে কাশি দিয়ে বা কোনো শিশুকে দিয়ে বললে পুরুষ সরার পর এরপর কাজ সারতে পারেন।

দোচালা টিনের ঘরে পর্দা

গ্রামের অনেক ঘরে পর্দার ব্যবস্থা থাকে না। সকাল থেকে রাত অবধি সদর দরজা উন্মুক্ত থাকে। বাজারের মতো সবাই যখন ইচ্ছা ঘরে ঢুকে পড়ে। মাহরাম-গাইরে মাহরামের কোনো বালাই থাকে না। গ্রামগুলোতে পর্দার এই বেহাল দশা মহামারির মতো। যেন তারা পর্দার বিধান জানেনই না। অথবা জানলেও তারা মনে করেন, এত বছর যাদের সাথে একই গ্রামে থাকলাম, তাদের সাথে আবার কিসের পর্দা! অথচ তারা কিন্তু পর্দার বিধানকে অস্বীকার করেন না, অথবা শহরে লোকদের মতো উচ্ছৃঙ্খল জীবনও যাপন করেন না। মূল কারণ হলো, ছোট থেকেই তারা এমন পরিবেশে বড় হয়েছেন। বাস্তব জীবনে তাদের মধ্যে অশ্লীলতার ছোঁয়া কম থাকলেও অযাচিত ঘটনাও কম নয়। কোনো সমস্যাই না থাকুক, আল্লাহপ্রদত্ত ফরজ বিধানের ব্যাপারে এতটা অবহেলা মারাত্মক অশনি-সংকেতই বয়ে আনে।

গ্রামের পর্দার গাফলতির একটি বাস্তব চিত্র বলি। গ্রামের যেসব লোক শহরে বসবাস করেন, তাদের কেউ কেউ যখন দীর্ঘদিন পর গ্রামে ফেরেন, তখন তাকে দেখতে আশেপাশে অনেক মহিলা চলে আসেন। সম্পর্কে তাদের কেউ ভাবি হন, কেউ মামি হন, কেউ দূর পাড়ার চাচি হন—মোটকথা গাইরে মাহরাম মহিলা দিয়ে ঘর ভরে যায়। তখন শহর থেকে আগন্তুক ব্যক্তিটির সামনে না আসতে চাইলেও তারা রাগ করেন। কানাদুশা করেন। অর্থাৎ তারা মনে করেন,

খুব পরিচিত লোকদের সাথে কোনো পর্দা নেই, পর্দার বিধান কেবল এমন অপরিচিত লোকদের সাথেই, যাদের দ্বারা কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এমন বেপর্দা পরিবেশের কারণে গ্রামের লোকদের থেকে হায়া ও শরম দিনদিন কমে যাচ্ছে। অনেক মহিলা প্রকাশ্যে এমনভাবে কাপড় বা শাড়ি পরে ঘোরেন যে, দেহের অনেকাংশই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

তাই গ্রামে যেভাবেই হোক পরিপূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা করা আবশ্যিক। ঘরের সদর দরজায় একটি পর্দা টাঙালেই এটা সহজ হয়ে যায়। প্রত্যেক জানালাতে একটি করে পর্দা থাকবে। মূল ঘরের দরজা ভেজানো থাকবে। প্রয়োজনে ঘরের দরজায় লেখা থাকবে, অনুগ্রহ করে অনুমতি নিয়ে ঘরে ঢুকুন। এতে সবাই বুঝতে পারবে, এই ঘরে পর্দার বিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করা হয়। বাস্তবেও পর্দার বিধান মেনে চলুন। গাইরে মাহরামদের সামনে আসা থেকে বিরত থাকুন। প্রথম প্রথম লোকজন কিছু বলাবলি করলেও ধীরে ধীরে পরিবেশ অনুকূল হয়ে যাবে। এমনকি আশেপাশের পরিবেশও আপনার কারণে অনেকটাই বদলে যাবে। গ্রামের পরিবেশটা মূলত এমন যে, কেউ পর্দা করতে চাইলেও পরিবেশ না থাকার কারণে করতে পারে না।

গ্রামের বাড়িতে পরিপূর্ণ পর্দার একটি উত্তম পদ্ধতি হলো, সম্ভব হলে বাড়ির চতুষ্পার্শ্বে টিন দিয়ে বেড়া দিয়ে দেয়া অথবা কাপড় লাগিয়ে দেয়া। যাতে পথচারীদের দৃষ্টি বাড়ির ভেতরে না পড়ে। অনেক বাড়ির রান্নার চুলো থাকে বাড়ির সামনেই। এতে করে পথচারীদের দৃষ্টি সহজেই মহিলাদের ওপর পড়ে। এ ব্যাপারেও সতর্ক থাকা চাই। রান্নার জায়গাটুকু বেড়া অথবা টিন দিয়ে ঘিরে রাখলে সবচেয়ে ভালো। সম্ভব না হলে এমন জায়গায় চুলো বসাতে হবে, যেখানে কারও দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে পড়ে না।

গ্রামে কাপড় শুকানোর ঝামেলা

গ্রামে অনেকেই বাড়ির উঠোন বা পথের পাশের মাচার ওপর কাপড় শুকাতে দেন। মহিলাদের কাপড় এভাবে প্রকাশ্যে শুকাতে দেয়া অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। বাড়ি যদি পর্দা দিয়ে ঘেরা থাকে, তাহলে বাড়ির ভেতরেই কাপড় রোদে দেয়া যাবে। ঘর যদি দোচালা হয়, তাহলে এসব ঘরের ওপর তলায় ছোট্ট একটা বারান্দা থাকে, সেখানেও কাপড় রোদে দেয়া যায়। কাপড় শুকানোর ব্যাপারে আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

গ্রামের বাড়িতে গলার আওয়াজ যেমন থাকবে

সাধারণত গ্রামের বাড়িঘরগুলো নীরব পরিবেশে হয়। সামান্য শব্দ দূরে ছড়িয়ে পড়ে। এক ঘরের কথা অন্য ঘরে অনায়াসেই পৌঁছে যায়। তাই কথার আওয়াজের ক্ষেত্রে সাবধান থাকা চাই। যতটুকু শব্দ করে বলতে হবে, ততটুকু শব্দেই বলা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গ্রামের অনেক মহিলার মাঝে বৈপরীত্য দেখা যায়। অনেকেই গলার আওয়াজ পুরুষদের চেয়েও বড় থাকে। আওয়াজের কোনো সীমারেখার তারা ধারণা করেন না। গ্রামের বেশির ভাগ বাড়ি টিনের তৈরি, ফলে এক ঘরের কথা অন্য ঘরে অনায়াসেই চলে যায়। তাই ব্যক্তিগত কথা বলার সময় নিয়ন্ত্রণে বলা আবশ্যিক।

উঠোনজুড়ে ডাকাডাকি

বাড়ির উঠোন থেকে কাউকে উচ্চ আওয়াজে ডাকাডাকি করা গ্রামের প্রতিদিনকার দৃশ্য। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যদিও মহিলাদের কণ্ঠ সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়, কিন্তু সভ্য ও ভদ্র নারীর আলামত হলো, তাদের কণ্ঠস্বর থাকবে নিচু। পুরুষদের মতো উচ্চ আওয়াজে কথা বলা, হাঁকডাক দেয়া মা-বোনদের সাথে যায় না। এটাকে সামাজিক দৃষ্টিতেও দৃশ্যগত ধরা হয়। আর প্রয়োজন ব্যতীত মহিলাদের জন্য জোরে কথা বলাও জায়েয নেই।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে গ্রামে বাচ্চাদের ডাকার উপায় কী? গ্রামের উন্মুক্ত পরিবেশে বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে দূরদূরান্তে থাকে। এ ক্ষেত্রে একটি উপায় হলো, অন্য কোনো ছেলেকে দিয়ে বাচ্চাকে ডাকানো। জোরে ডাকতে হলে ঘরের পুরুষ দিয়েই ডাকানো। টিন-জাতীয় কিছুর মধ্যে লাঠি দিয়ে শব্দ করে ডাকার রেওয়াজও পর্দানশীন পরিবারে রয়েছে। বাচ্চা নিজেই বুঝতে পারে তাকে ডাকা হচ্ছে।

গ্রামে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম কীভাবে করবে?

শহরের আবদ্ধ ফ্ল্যাটে যেসব কাজ পর্দার সাথে করা যায়, গ্রামে সেভাবে করা সম্ভব হয় না। আবার গ্রামের এমন কিছু কাজও রয়েছে, যেগুলো বাইরে বসেই করতে হয়। যেমন : ঘর লেপা, ধান মাড়াই করা, ধান সিদ্ধ করা, ধান শুকানো, ধান ওড়ানো, পুকুর বা কলে ঘরোয়া কাজকর্ম সারা ইত্যাদি কাজগুলো ঘরের

কলিংবেল দেয়া ও দরজায় নক করা

যদি মনে হয় সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজ ভেতর থেকে শুনবে না, তাহলে কলিংবেল থাকলে সেটা চাপবে অথবা দরজায় নক করবে। তারপর কেউ সামনে এলে সালাম দিয়ে অনুমতি চাইবে।

কলিংবেল দেয়া, দরজায় নক করা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও অনেকের মাত্রাজ্ঞানের অভাব থাকে। বারবার বেল চাপতে থাকে বা খুব জোরে দরজায় আওয়াজ করে, যা অনেক সময় ঘরের লোকদের চমকে ওঠার কারণ হয়। বেল চাপার পর অপেক্ষা করা উচিত। তেমনি দরজায় নক করার ক্ষেত্রে এটুকুই যথেষ্ট, যার দ্বারা যথাস্থানে আওয়াজ পৌঁছায়। বিশেষত আলেম-বুয়ুর্গ ও বড়দের কাছে গেলে এ বিষয়ে খেয়াল রাখা খুব জরুরি। দেখুন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের আদব কেমন ছিল। নবীজীর খাদেম আনাস রাযি. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় নখ দ্বারা আওয়াজ করা হতো।^{৫৯} এটা বস্তুত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁদের উচ্চতর আদব, সম্মান ও মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ।

নাম-পরিচয় উল্লেখ

কখনো তো সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজ থেকেই ঘরের বাসিন্দা অনুমতিপ্রার্থীকে চিনে ফেলে। কিন্তু সব সময় তা সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে ভেতর থেকে নাম-পরিচয় জানতে চাইলে তা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে। কারণ নাম-পরিচয় জানতে চাওয়ার অর্থই হলো সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার আওয়াজ থেকে আগন্তুককে চেনা যায়নি। আর না চিনলে অনুমতি দিতেও দ্বিধা হয়। এ জন্য উত্তম হলো সালাম ও অনুমতি প্রার্থনার সাথেই নাম-পরিচয় বলে দেয়া।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, উমর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে সালাম দিয়ে বললেন, উমর কি প্রবেশ করবে?^{৬০}

একদিন প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু মুসা আশআরী রাযি. উমর রাযি.-এর কাছে

৫৯. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ১০৮০। সহীহ।

৬০. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৭৫৬। সহীহ। সুনানে আবু দাউদ, হাদীস, ৫২০১; সহীহ বুখারী, হাদীস, ৭২৬৩